তারিখ 14 JAN 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক বাংলা

ভর্তি সংকট

ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সংকট তীব্র সব পর্যায়েই। তবে রাজধানী নগরী ঢাকার নামী-দামী স্কুলগুলিতে চাপ খুব বেশি। একটি আসনের পাঁচ থেকে দশজনের মধ্যে কাড়াকাড়ি। অন্যান্য বছরের মত এবারও প্রকট ভর্তি সংকট। মতিঝিলের আইডিয়েল স্কুলে প্রথম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ৯৩০টি আসনের জন্য ১৭৬১টি ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ১৮৫টি আসনের জন্য প্রতিযোগিতা করছে ১২৯০ জন। উদয়ন স্কুলে শিশু শ্রেণীর ১৭০টি আসনের জন্য পরীক্ষা দিয়েছে মোট ৮৩৫ জন। অন্যান্য শ্রেণীতেও একই রকম ভিড়। গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ১৪২টি আসনের জন্য ২৪০০ ফরম বিক্রি হয়েছে। ভিখারুন্নেসা নুন স্কুলে প্রথম শ্রেণীর মর্নিং শিফটের ১৫২টি আসনের জন্য ৯৭১ জন পরীক্ষা দিয়েছে। ডে শিফটের ১৫২টি আসনের জন্য ফরম নিয়েছে ১৪৫০ জন। অন্যসব ভাল স্কুলেও অবস্থা কমবেশী এই রকমই। স্কুলে ভর্তি সংকট কি তীব্র এই নমুনা জরিপেই তা পরিষ্কার।

ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য এত যে হুড়োহুড়ি, তার কারণ একটাই- এগুলিতে পড়তে পারলে পরীক্ষায় ভাল ফল এক রকম নিশ্চিত। এসএসসির ফল ভাল না হলে ভাল কলেজে ভর্তি হওয়া যায় না। আজকাল দামী বিষয়গুলি পড়া এবং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য এসএসসি ও এইচএসসির ভাল ফল অপরিহার্য। ডিগ্রি ডিপ্লোমা ভাল চাকরির সোনার চাবিকাঠি ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিবিদ্যা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের দামী বিষয়গুলি নিয়ে লেখাপড়া না করতে পারলে তা মেলে না। এজন্যই ভাল স্কুলগুলিতে এত বেশি চাপ, সেগুলিতে ভর্তি হওয়ার জন্য এত চেষ্টা-তদ্বির, এত কান্নাকাটি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। সেই অনুপাতে না হলেও স্কুলেরও সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এমন অনেক স্কুল আছে এই রাজধানী নগরীতেই, যেখানে শ্রেণীগুলির আসনই পূরণ হয় না। একাধিকবার ভর্তি পরীক্ষা নিয়েও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করতে পারে না এসব স্কুল। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ভর্তি সংকট প্রধানত দামী স্কুলগুলিতেই সীমিত।

আমাদের জাতীয় অগ্রগতি এবং জনগণের পরিচ্ছন্ন জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা অর্জন মূলত শিক্ষার উপরই নির্ভরশীল। এ যুগে শিক্ষাই কোন জাতির সর্বাঙ্গীন অগ্রগতির মূল মাপকাঠি। উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষিতের হার শতকরা একশ। আর আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার মেরে-কেটে বড়জোর পঁচিশ শতাংশ। দেশবাসীর অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ মোচন করতে হলে এই লজ্জাকর অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে, ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে শিক্ষার। অন্ততঃ যারা স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে চায়, তাদের সবাইকে ভর্তির সুযোগ দিতেহবে।

নতুন নতুন স্কুল স্থাপন ভর্তি সংকট সমাধানের একটি কার্যকর উপায় সন্দেহ নেই। তবে সকল স্কুলকে ভাল করা গেলেই বেশি সুফল পাওয়া যাবে। প্রতিটি স্কুলের শিক্ষকমন্ডলী, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালালে এই উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব এমনকি সহজসাধ্য হবে। প্রতিটি এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীসহ সকলকে সেই এলাকার স্কুলে ভর্তি করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে নিয়মিত অধ্যয়ন-অধাপনা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতির মূল্যায়ন। স্কুলে লেখাপড়া ঠিকঠাক চলছে কিনা এবং ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত লেখাপড়া করে কিনা-এই খবর রাখতে হবে এলাকাবাসীদের, বিশেষতঃ অভিভাবকদের। সবাই উদ্যোগী হলে প্রতিটি স্কুলই ভাল হয়ে উঠবে এবং এর ফলে ভর্তি সংকট দূর হবে বলে আশা করা যায়।